অধ্যায় ০৮ বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি

আলোচ্য বিষয়াবলি

• বাংলাদেশসহ আঞ্চলিক কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার তুলনা • জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতা • বাংলাদেশের জনসংখ্যার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের কারণ ও ফলাফল • বাংলাদেশের মা ও শিশু মৃত্যুর পরিস্থিতি • বাংলাদেশে জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদ • বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ, প্রভাব ও সমাধান পদক্ষেপ।

এক নজরে অধ্যায়ের মূলভাব জেনে নিই

জনসংখ্যা একটি দেশের উন্নয়নের প্রধান শক্তি। একটি দেশের জনসংখ্যা তার আয়তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হয়। তবে এই জনসংখ্যাকে হতে হবে শিক্ষিত ও দক্ষ। জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তরিত করা গেলে যেমন উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়, তেমনি অদক্ষ জনসংখ্যা দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

অধ্যায়ের শিখনফল

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- বাংলাদেশসহ আঞ্চলিক কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার তুলনা করতে পারব;
- জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের জনসংখ্যার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে মা ও শিশু মৃত্যুহারের কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদের আলোকে জনসংখ্যা চাপের ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারব।

অনুশীলন

সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি– এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর — পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত ছিল?
ক ৪.২০ কোটি খ ৫.২৮ কোটি
গ ৫.৫২ কোটি ● ৭.৬৪ কোটি

২. বাংলাদেশের মৃত্যুহার হ্রাসের কারণগুলো হলো–
i. শিক্ষার হার বৃদ্ধি
ii. চিকিৎসা সেবার উন্নতি
iii. খাদ্যের পুষ্টিমান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
ফৌজিয়া একজন সমাজকর্মী। তিনি নয়নপুর গ্রামে দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছেন। সম্প্রতি এক জরিপে দেখা যায়, নয়নপুর গ্রামে এক বছরে ৫০ জন শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন কারণে ৫ জন শিশু মৃত্যুবরণ করে।

৩. নয়নপুর গ্রামে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কী?
● উচ্চ জন্মহার ও নিম্ন মৃত্যুহার খ জন্মহার ও মৃত্যুহার সমান
গ নিম্ন জন্মহার ও উচ্চ মৃত্যুহার ঘ উচ্চ জন্মহার ও উচ্চ মৃত্যুহার

৪. নয়নপুর গ্রামে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায় হচ্ছে–
i. বাল্যবিবাহ রোধ
ii. জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন
iii. জনসংখ্যার বহিরাগমন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ | সারণিটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা	
১৯৬১	৫.৫২ কোটি
১৯৭৪	৭.৬৪ কোটি
১৯৯১	১১.১৫ কোটি
২০০১	১২.৯৩ কোটি
২০০৭	১৪.০৬ কোটি
২০১১	১৪.৯৭ কোটি

ক. বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স কত? ১
খ. বসতি স্থানান্তর কীভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ১৯৬১ সালের তুলনায় ২০০৭ সালের জনসংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "১৯৯১ সালের পর থেকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।" – পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর।

খ জনসংখ্যা বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে বসতি স্থানান্তর। দুই দেশের মধ্যে অধিবাসীদের স্থানান্তরকে দেশান্তর বলে। দেশান্তর দুই রকম— বহিরাগমন ও বহির্গমন। দেশের বাইরে থেকে দেশে লোকের আগমনকে বহিরাগমন বলে। বহিরাগমনের ফলে জনসংখ্যা বেড়ে যায়। কোনো দেশ থেকে লোকের অন্য দেশে গমনকে বহির্গমন বলে। কোনো দেশে বহির্গমনের চেয়ে বহিরাগমন বেশি হলে সেদেশের জনসংখ্যা বেড়ে যায়।

গ ১৯৬১ সালের তুলনায় ২০০৭ সালের জনসংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধির প্রধান কারণ হলো জন্মহার ও মৃত্যুহারের ব্যবধান, মৃত্যুহার হ্রাস ও বসতি স্থানান্তর। জনসংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধির মুখ্য কারণ হচ্ছে জন্ম ও মৃত্যু। কোনো দেশে বছরে যত শিশু জন্মগ্রহণ করে তার চেয়ে কমসংখ্যক মানুষ মারা গেলে সেদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, যত শিশু জন্মলাভ করে তার চেয়ে বেশি মারা গেলে জনসংখ্যা হ্রাস পায়। আবার মৃত্যুহার হ্রাস জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। পূর্বে পৃথিবীব্যাপী, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশু মৃত্যুহার অধিক ছিল। হাম, পোলিও, ধনুষ্টংকার, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগে অনেক শিশুর মৃত্যু ঘটত। কিন্তু এ সমস্ত মারাত্মক রোগের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার ও ব্যবহারের ফলে অনেক শিশু অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাচ্ছে। বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে শিশু মৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে। তাছাড়া বহির্গমনের ফলে জনসংখ্যা কমে যায়। কোনো দেশে বহির্গমনের চেয়ে বহিরাগমন বেশি হলে সেদেশের জনসংখ্যা বেড়ে যায়। এভাবেই ১৯৬১ সালের তুলনায় ২০০৭ সালের জনসংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ ১৯৯১ সালের পর থেকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। পাঠ্যবইয়ের আলোকে দেখা যায়, ১৯৯১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.০১%, যা হ্রাস পেয়ে ২০০১ সালে ১.৫৮% হয়েছিল। ২০১১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও হ্রাস পেয়ে ১.৩৪% এবং বর্তমানে ১.৩৭%। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ১৯৯১ সাল হতে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। ছেলেরা উচ্চশিক্ষা অর্জন করে কর্মসংস্থান যোগাড় করতে গিয়ে অধিক বয়সে বিয়ে করে। এতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি মেয়েরা বিভিন্ন কাজকর্মে যোগদান করলে অধিক সন্তান নেওয়ার ব্যাপারে অনুৎসাহী হয়ে ওঠে এবং পরিবার ছোট রাখতে ইচ্ছুক হয়, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করে। চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটায় পিতামাতা তাদের সন্তানের সুচিকিৎসার ব্যাপারে আস্থাশীল হয়ে অধিক সন্তান নিচ্ছেন না। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সকলের নিকট গুরুত্ব পাওয়ায় সন্তান নেওয়ার ক্ষেত্রে সুচিন্তিত মতামত গ্রহণ করছে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাচ্ছে। সুতরাং ১৯৯১ সলের পর থেকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে– উক্তিটি যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ২ | ঘটনা- ১ : সফল ব্যবসায়ী হিসেবে চৌধুরী পরিবার ও হালদার পরিবার সিলেটের কুলাউড়া এলাকার অনেকের কাছেই পরিচিত। অথচ চৌধুরীদের আদি নিবাস কিশোরগঞ্জে এবং হালদার পরিবারের মূল বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়।

ঘটনা- ২ : সৈয়দপুর, সোহাগীসহ পাশাপাশি তিন-চারটি গ্রামের অনেক লোক পরিবারসহ প্রায় ১৫ বছর যাবৎ মধ্যপ্রাচ্যে বসবাস করছেন। তাদের ছেলেমেয়েদের অনেকেই এখনও পূর্বপুরুষদের জন্মস্থান দেখেনি।

ক. স্থূল জন্মহার কাকে বলে? ১
খ. বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধির একটি কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা-১ কোন ধরনের স্থানান্তরকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'ঘটনা-২ এ উল্লিখিত স্থানান্তরটি দেশের জনসংখ্যা হ্রাসের মুখ্য কারণ।' বক্তব্যটিকে তুমি কি সমর্থন কর? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবছর কোনো অঞ্চলে বা দেশে প্রতি হাজার লোকের মধ্যে যে সংখ্যক জীবিত শিশু জন্মলাভ করে তাই সে অঞ্চল বা দেশের স্থূল জন্মহার।

খ বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধির পিছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে চিকিৎসাশাস্ত্র। বাংলাদেশে চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির ফলে মানুষের গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়েছে। আয়ুষ্কালের এ বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তার করছে। শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে স্বাস্থ্য, শিক্ষারও প্রসার ঘটেছে। মানুষ খাদ্যের পুষ্টিমান সম্পর্কে ধারণা লাভ করছে। সুষম খাদ্য গ্রহণের উপকারিতা বুঝতে পারছে। এভাবে মৃত্যুহার ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা-১-এ দেখা যায়, চৌধুরী পরিবার ও হালদার পরিবারের আদি নিবাস যথাক্রমে কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়; কিন্তু বাস করছে সিলেটের কুলাউড়ায়। এ ধরনের স্থানান্তর মূলত আন্তঃস্থানান্তরেরই নামান্তর। কেননা আন্তঃস্থানান্তর হলো দেশের ভিতর অনেক সময় এক এলাকার লোক অন্য এলাকায় গিয়ে স্থায়িভাবে বসবাস করা। এ অবস্থায় এলাকার জনসংখ্যা বেড়ে যায়। এভাবে বাসস্থান পরিবর্তন বা স্থানান্তরের জন্য বিভিন্ন এলাকার জনসংখ্যার পরিবর্তন ঘটে। যেমন– চৌধুরী পরিবার ও হালদার পরিবার কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অধিবাসী ছিল; কিন্তু বর্তমানে তারা সিলেটের কুলাউড়া এলাকায় বসবাস করছে। এতে কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জনসংখ্যা কমে গেল এবং সিলেটের জনসংখ্যা বেড়ে গেল। তবে আন্তঃস্থানান্তরে দেশে মোট জনসংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয় না। দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে তখনই যখন অন্য দেশ থেকে বহিরাগমন ঘটে।

ঘ ঘটনা-২-এ উল্লেখ রয়েছে, সৈয়দপুর, সোহাগীসহ পাশাপাশি তিন-চারটি গ্রামের অনেক লোক প্রায় ১৫ বছর যাবৎ মধ্যপ্রাচ্যে বসবাস করছে। এর ফলে দেশের জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। উক্ত বক্তব্যের সাথে আমি একমত। দুই দেশের মধ্যে অধিবাসীদের স্থানান্তরকে দেশান্তর বলে। দেশান্তরের ফলে এক দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় আর অন্য দেশে জনসংখ্যা হ্রাস পায়। দেশান্তর দুই রকম। যথা– বহিরাগমন ও বহির্গমন। দেশের বাইরে থেকে দেশে লোকের আগমনকে বহিরাগমন বলে। বহিরাগমনে জনসংখ্যা বেড়ে যায়। আর কোনো দেশ থেকে লোকের অন্য দেশে গমনকে

বহির্গমন বলে। ঘটনা-২-এর স্থানান্তর মূলত বহির্গমন স্থানান্তরেরই অন্তর্ভুক্ত। বহির্গমনের ফলে জনসংখ্যা কমে যায়। কেননা যে ব্যক্তি গমন করবে সে যদি নিজ দেশে থাকত তাহলে তার সকল সন্তানাদি সেদেশের আদমশুমারির অন্তর্ভুক্ত হতো। অবশেষে সেদেশের নাগরিক হতো। যেভাবে সৈয়দপুর গ্রামের অধিকাংশ লোক মধ্যপ্রাচ্যে বসবাস করার দরুন তাদের ছেলেমেয়েরা অনেকেই এখনও পূর্বপুরুষদের জন্মস্থান দেখেনি। সুতরাং বক্তব্যটি সমর্থনযোগ্য ও যুক্তিসংগত।

সৃজনশীল অংশ — কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর শিখি

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ ১ : বাংলাদেশসহ আঞ্চলিক কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার তুলনা (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৩)

শিখনফল ১.১ : বাংলাদেশসহ আঞ্চলিক কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার তুলনা করতে পারবে।

প্রশ্ন ৩ লাবিব 'ক' নামক একটি দেশের নাগরিক। তার দেশটিতে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,২৫২ জন লোক বাস করে। বর্তমানে তার দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নানা কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে লক্ষ করল, পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার তার দেশে অনেক বেশি।

ক. ১৯৭৪ সালে এ দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত ছিল? ১

খ. বাংলাদেশকে পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে লাবিবের দেশটির জনসংখ্যার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত দেশসহ আঞ্চলিক কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার ঘনত্বের তুলনামূলক একটি চিত্র উপস্থাপন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭৪ সালে এ দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.৬৪%।

খ বাংলাদেশের আয়তন অনুসারে জনসংখ্যা বেশি। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,২৫২ জন বাস করে, যা পৃথিবীর যেকোনো দেশের লোকসংখ্যার ঘনত্বের তুলনায় অনেক বেশি। আর তাই বাংলাদেশকে পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে লাবিবের বসবাসকৃত 'ক' নামক দেশটি হলো বাংলাদেশ। যেকোনো দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সেই দেশের জনসংখ্যা। কারণ জনসংখ্যার ওপরই কোনো দেশ বা জাতির উন্নতি, সুখ ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। এক্ষেত্রে সঠিক বা কাম্য জনসংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান দশম। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দক্ষিণ এশিয়ার একটি মধ্যম আয়ের দেশ। এদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন এবং প্রতি বর্গকিলোমিটার এ এবং ঘনত্ব দাঁড়ায় ১,২৫২ জনে। ২০১৫-১৬ (সাময়িক) সালে জনসংখ্যা হয় ১৫ কোটি ৯৯ লক্ষ। বর্তমানে জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১.৩৭ শতাংশ, যা ২০০১ সালে ছিল ১.৫৪ শতাংশ।

ঘ উক্ত দেশ তথা বাংলাদেশসহ আঞ্চলিক কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার ঘনত্বের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হলো—

দেশের নাম	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.)
সিঙ্গাপুর	৮,০৩২ জন
বাংলাদেশ	১,২৫২ জন
ভারত	৪৪৫ জন
শ্রীলঙ্কা	৩৩৮ জন
জাপান	৩৪৮ জন

উপরের সারণি থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ভারত, শ্রীলঙ্কা ও জাপান থেকে প্রায় তিনগুণ বেশি। অর্থাৎ এটি একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। জীবিকার জন্য দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। সামাজিক অসচেতনতা, শিক্ষার অভাব, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, কর্মক্ষম লোকের অধিকার, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবক্ষয়, ধর্মের প্রভাব ইত্যাদি কারণে দেশের জনসংখ্যা দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। এই হার বিশ্বের যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি।

পাঠ ২ : জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতা (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৫)

শিখনফল ২.১ : জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

প্রশ্ন ৪ আতিক ছোট থেকেই যৌথ পরিবারে বেড়ে উঠেছে। সে তার স্ত্রীকে নিয়ে পরিবারের সকলের সাথে একত্রে বাস করে। তার এক ভাই আমেরিকায় স্থায়িভাবে বসবাস করে দশ বছর যাবৎ। আর এক ভাই চাকরির সুবাদে পরিবার নিয়ে ঢাকায় বসবাস করে। কিছুদিন আগে আতিক দুটি যমজ সন্তানের পিতা হন। আত্মীয়রা সবাই তার বাচ্চা দুটিকে দেখে বলেন, ওরা দেখতে অনেকটা আতিকের মরহুম দাদার মতো হয়েছে।

ক. ২০১৫-১৬ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত? ১

খ. জনসংখ্যা কখন দেশের জন্য সম্পদ হতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকটি জনসংখ্যার কোন দিকটিকে ফুটিয়ে তুলেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত বিষয়টির সাথে কতকগুলো বিষয় জড়িত"— বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০১৫-১৬ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৯৯ লক্ষ।

খ জনসংখ্যা দেশের জন্য সম্পদ হতে পারে, যদি জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা যায়। প্রবাসে আমাদের দেশের কয়েক লক্ষ দক্ষ ও অদক্ষ লোক শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন। তারা যে বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশে প্রেরণ করছেন, তা আমাদের বৈদেশিক অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। তাছাড়া আমাদের দেশের জনসম্পদের একটি বড় অংশ আত্মকর্মসংস্থানের নানা উপায় উদ্ভাবন করে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। আর এভাবেই জনসংখ্যা দেশের সম্পদ হয়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকটি জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতার দিকটিকে ফুটিয়ে তুলেছে। জনসংখ্যার পরিবর্তনশীল অবস্থাকে জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতা বলা হয়। পরিবর্তনশীলতা জনসংখ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জনসংখ্যার এ পরিবর্তন প্রধানত জন্মহার, মৃত্যুহার, স্থানান্তর ও সামাজিক গতিশীলতার ওপর নির্ভর করে। জনসংখ্যা পরিবর্তনের এ বিষয়গুলো বয়স, লিঙ্গ, বিবাহ, সমাজকাঠামো, ধর্মীয় মূল্যবোধ, শিক্ষা, পেশা প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল। একটি